রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ০৮ কার্তিক ১৪২১, ২৩ অক্টোবর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় মন্ত্রী,
কর্মকর্তাবৃন্দ,
ও উপস্থিত সুধী।

আসসালামু আলাইকুম।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবার সরকার গঠনের পর পর্যায়ক্রমে সকল মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছি। এ ধারাবাহিকতায় আজ রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এসেছি।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে গতিসঞ্চার, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে অবিহিত হওয়ার জন্য আমার এ পরিদর্শন।

২০১১ সালের ২৮ এপ্রিল রেলপথ বিভাগ এবং ৪ ডিসেম্বর স্বতন্ত্র রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

দেশের গণপরিবহনের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাত। মালামাল পরিবহনেও রেলওয়ে সাশ্রয়ী পরিবহন হিসাবে কাজ করছে।

নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব রেল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে রেলের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পাকশীতে পদ্মা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ১২ নম্বর স্প্যান বিধ্বস্ত হয়। স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্ধুপ্রতীম ভারতের কারিগরি সহায়তায় ব্রিজটি পুনর্নির্মাণের পর নিজে পার হয়ে উদ্বোধন করেছিলেন।

প্রিয় সুধী,

এক সময় আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর অন্যতম নির্ভর ছিল রেলের চাকরি। রেলস্টেশনকে ঘিরে আমাদের অনেক শহর গড়ে উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রসার ঘটেছে। পূর্ব বাংলায় নগরায়নে রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

রেলের বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন সময় রেলের জমি দখল করে নেয়। আমি ৩৩ হাজার দখলদারকে উচ্ছেদ করে ইতোমধ্যে ২০০ একর জমি উদ্ধার করেছি।

পর্যায়ক্রমে দখল হওয়া সব সম্পদই পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি নতুন করে কেউ যাতে দখল করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি রেল লাইনের পাশ ঘেঁষে বসবাসকারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

গত বছর বিএনপি-জামায়াত জোটের হরতাল-অবরোধের নামে সহিংসতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের ফলে রেলওয়ের ৫৭টি ইঞ্জিন, ১১৮টি কোচ-ক্যারেজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ দঁড়ায় ৬৯.৯২ কোটি টাকা।

২০১০ সালে নাটোরের বড়াই গ্রামে খালেদা জিয়ার জনসভা থেকে উস্কানি দিয়ে ইঞ্জিনসহ একটি ট্রেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সুদীর্ঘ সময় বাংলাদেশ রেলওয়ে অবহেলিত ছিল। ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেই।

আমরা রেলের সিডিউল, সময়সীমা ও সকলপ্রকার সেবার মান বৃদ্ধি করেছি। কার্যকর ই-টিকেটিং চালু করার মাধ্যমে যাত্রী হয়রানি নিরসন হয়েছে। যে সকল রেলস্টেশন ও রুট বর্তমানে বন্ধ আছে তা চালুর পদক্ষেপ নিচ্ছি।

রেলক্রসিং সমূহের দুর্ঘটনা রোধে ব্যস্ততম বনানী পয়েন্টে ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। সারাদেশে ৬৭২টি রেলক্রসিং, গেট নির্মাণ ও গেটম্যানের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে, এ ব্যাপারে সড়কে চলাচলকারী গাড়ীর চালক ও জনসাধারণের সচেতনতার বিকল্প নেই।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য প্রতিবছর রেলওয়ে বিশ্ব ইজতেমায় আসার জন্য ৯টি বিশেষ সার্ভিস চালু করে। এছাড়া দুই ঈদে ৭টি অতিরিক্ত ট্রেন সার্ভিস বাড়ানো হয়। শোলাকিয়ায় দেশের বৃহত্তম ঈদ জামাতে নামাজ পড়ার সুবিধার্থে ৩টি বিশেষ ট্রেন চলাচল করে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সন্নিকটে বিমানবন্দর স্টেশনকে আধুনিকায়ন করে সারাদেশ থেকে আগত বিদেশগামী যাত্রীদের টানেল দিয়ে সরাসরি বিমানবন্দরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

ঢাকা শহরে যানযট নিরসনে শহরের চারপাশে সার্কুলার ট্রেন চালু করা হবে। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে রুটে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশ্বমানের রেল পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা চুক্তি সম্পাদন করা হবে।

পিপিপি-এর আওতায় বিভিন্ন রুটে রেলপথ উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল রেল ট্রাক ডুয়েল গেজ করা হবে। রেলওয়ে আইন যুগোপযোগী করা হচ্ছে।

পুরাতন কোচ ও লোকোমোটিভ প্রতিস্থাপন, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সাথে মংলা সমুদ্রবন্দরের সরাসরি রেল সংযোগসহ উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ, সকল আন্তঃনগর ট্রেনে WiFi সংযোগসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এছাড়া পূর্বাঞ্চলের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের অবাধ রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। দেশের প্রতিটি জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

১৯৯৮ সালে আমাদের সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমূখী সেতুর উপর রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার মাধ্যমে দেশের পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে তথা রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

ডাবল লাইন ট্র্যাকের অভাবে বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে নতুন ট্রেন চালু করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যস্ততম ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ চলমান।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের বিগত সরকারের আমলে তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করা হয়।

খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি ও এ্যালাইনমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। ঈশ্বরদী হতে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন ৭৮.৮০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটার সিঙ্গেল মিটারগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মিটারগেজের পরিবর্তে ডুয়েলগেজে বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

আমাদের দেশের প্রথম ফাইবার অপটিক বাংলাদেশ রেলওয়ের। '৮০'র দশকে এই নেটওয়ার্ককে ভাড়া নিয়ে এদেশে মোবাইল প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করে। আমরা ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিত করে আমাদের সরকারের নেয়া ডিজিটাইজেশনকে আরও গতিশীল করতে পারি।

প্রিয় সুধী,

বাংলাদেশের অধিকাংশ রেলপথ বৃটিশ আমলে নির্মিত। পুরাতন ও জরাজীর্ণ রেলপথ দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। যা নিরাপদ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে বড় বাধা।

আমরা পুরাতন রেল লাইন সংস্কারের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ৯টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে। চীন হতে ৬০টি ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট বা ডেম্যু ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ বাংলাদেশ রেলওয়ের বহরে যুক্ত হয়েছে।

এছাড়া, জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য ১৬৫টি ব্রডগেজ এবং ৮১টি মিটারগেজ ট্যাংক ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। কন্টেইনার পরিবহণের জন্য ২২০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন ইতোমধ্যে যুক্ত হয়েছে।

২০১৩ সালে ১১টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে। ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রিবাহী কোচ পুনর্বাসন শেষে রেলওয়ে বহরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকায় ডিজেল মেরামত কারখানার জন্য একটি ডুয়েলগেজ হুইল লেদ মেশিন ২০১২ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ব্যবহারের জন্য ১টি বিজি ও ১টি এমজি ক্রেন সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। ২০০৯ সালের শুরু থেকে আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ সর্বমোট ৯২ টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে এবং ২৪টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন এবং জয়দেবপুর-ঢাকা সেকশনে ৪ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামের নিকটবর্তী জেলাগুলোর সাথে সার্কুলার কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলোতে জনসংখ্যার চাপ ও যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে।

পিপিপি-এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া চলছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে একটি পৃথক রেলসেতু নির্মাণ এবং ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি নির্মাণ করা হবে।

এছাড়া, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর ও পাকশীতে রেলওয়ের অব্যবহৃত জায়গায় অত্যাধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ; চট্টগ্রামে জাকির হোসেন রোডে এবং ঢাকার খিলক্ষেতে রেলওয়ের অব্যবহৃত জায়গায় পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে শপিং মল কাম গেস্ট হাউস নির্মাণ প্রকল্প পিপিপি'র আওতায় গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে ৬ষ্ঠ-পঞ্চ বার্ষিক (২০১১-২০১৫) পরিকল্পনায় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ১২১০.৪২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ, ৫০৬.২০ কিলোমিটার রেলপথ ডাবল লাইনে উন্নীতকরণ এবং ১৫৩৫.৭৩ কিলোমিটার রেলপথ সংস্কার ও পুনর্বাসন।

পরিকল্পনা কমিশনের সহায়তায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক "Railway Master Plan" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০-বছর মেয়াদী মাস্টার প্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করা। আসুন সকলে মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ে তুলি।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।